

🗏 আল-বাকারা | Al-Baqara | ٱلْبَقَرَة

আয়াতঃ ২:১৪২

া আরবি মূল আয়াত:

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِّنهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيهَا اللَّهُ السَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِّنهُم عَن قِبلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيهَا اللَّهُ المَشرِقُ وَ المَغرِبُ اللَّهِ المَشرِقُ وَ المَغرِبُ اللَّهُ يَهدِي مَن يَّشَآءُ اللَّي صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ قُل لِللهِ المَشرِقُ وَ المَغرِبُ اللهِ يَهدِي مَن يَّشَآءُ اللَّي صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ المَحْرِبُ اللهِ المَسْرِقُ اللهُ المَسْرِقُ اللهُ الل

অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'কীসে তাদেরকে তাদের কিবলা থেকে ফিরাল, যার উপর তারা ছিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সোজা পথ দেখান'। — আল-বায়ান

শীঘ্রই এ নির্বোধেরা বলবে, কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল তাদের সেই ক্বিবলা হতে যা তারা অনুসরণ করে আসছিল। বল, পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। — তাইসিরুল

মানবমশুলীর মধ্যস্থিত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, কিসে তাদেরকে সেই কিবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করল যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাওঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। — মুজিবুর রহমান

The foolish among the people will say, "What has turned them away from their qiblah, which they used to face?" Say, "To Allah belongs the east and the west. He guides whom He wills to a straight path." — Sahih International

১৪২. মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কেবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হিদায়াত করেন।

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৪২) নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, 'তারা এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিল, তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল?' বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই।[1] তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'



[1] যখন রসূল (সাঃ) হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় যান, তখন প্রায় ১৬-১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তবে তাঁর ইচ্ছা এটাই হত যে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়া হোক যা ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলা। আর এর জন্য তিনি দু'আও করতেন এবং বারবার আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা হাঙ্গামা শুরু করে দিল। অথচ নামায আল্লাহর এক ইবাদত। আর ইবাদতে আবেদ (ইবাদতকারী)-কে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়়, সেইভাবে সে করতে বাধ্য। কাজেই যে দিকে আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন, সে দিকে ফিরে যাওয়া তাঁর জন্য জরুরী ছিল। তাছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করা হয়়, পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই তাঁর; অতএব দিকের কোন গুরুত্ব নেই। প্রত্যেক দিকেই আল্লাহর ইবাদত হতে পারে। কেবল শর্ত হল, সেই দিকটা নির্বাচন করার নির্দেশ যেন আল্লাহ দিয়ে থাকেন। কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আসরের সময় এসেছিল। ফলে (সর্বপ্রথম) আসরের নামায কাবা শরীফের দিকে মুখ করে পড়া হয়েছে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=149

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন